দর্শনায় ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুধবার ভোর রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আনিছুর রহমান দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা মাঝপাড়ার মৃত বাবলু আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নির্দেশনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল গভীর রাতে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি আনিছুর রহমানকে আটক করা হয়।

দর্শনা থানার ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে বুধবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

দর্শনায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

দর্শনায় তেলবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিকা (৩) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত আতিকা দর্শনা মোবারকপাড়ার আতাহারের মেয়ে এবং সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের নাতনি।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দর্শনা হঠাৎপাড়া রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের স্ত্রী শিশুটি আতিকাকে সঙ্গে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সিএনজিযোগে দর্শনার দিকে আসছিলেন। হঠাৎপাড়া রেলগেটে নামার সময় রাস্তার অপর পাশে তার নানা মোবারক দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় শিশুটি দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেলে যশোর চ-০১-০০০২ নম্বরের একটি তেলবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ট্রাকের চাকা শিশুটির মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর দর্শনা থানা পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে এবং চালক নিমাই চন্দ্র অধিকারীকে আটক করে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “ঘটনাস্থল থেকে তেলবাহী ট্রাক ও এর চালককে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।”

দর্শনায় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ও ছাগল বিতরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে দর্শনা পৌরসভা ও ইউনিয়নে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. ফজলুল রহমান। এ সময় তিনি রামনগর, কালিদাসপুর, ঘুঘুডাঙ্গা, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর, হাউলি ইউনিয়নের রুদ্রনগর এবং কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং আলিহিম নামে এক উপকারভোগীকে বিনামূল্যে ২টি মা ছাগল বিতরণ করেন।

মা ছাগল পেয়ে আলিহিমের পরিবার আনন্দিত। তিনি জানান, ভবিষ্যতে ১০-১২টি ছাগল নিয়ে একটি খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে তার পরিবার স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারে।

মোট ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৪টি গ্রামের নির্বাচিত ১৮ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মনিরুজ্জামান মান্নান, সমন্বয়কারী মো. মকবুল হোসেন, সুপারভাইজার জিল্লুর রহমান, ফিল্ড অফিসার বিল্লাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দর্শনা সরকারি কলেজের প্রয়াত শিক্ষকবৃন্দের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া

দর্শনা সরকারি কলেজের প্রয়াত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টায় দর্শনা সরকারি কলেজের মুক্তমঞ্চে প্রয়াত শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল হামিদ, উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর আব্দুল গফুর, প্রফেসর নুর আলী ও প্রফেসর জমশেদ আলীসহ সকল শিক্ষকের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ দোয়া ও স্মরণসভায় প্রয়াত শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল হামিদের বড় ছেলে হারুন অর রশিদ জুয়েল, উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেনের বড় ছেলে বাবন এবং প্রফেসর নুর আলীর বড় ছেলে নাজমুল হুদা তাদের প্রয়াত পিতার স্মৃতিচারণ করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান, প্রাক্তন ছাত্র ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেট, দক্ষিণচাঁদপুর মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী এবং সাবেক পৌর ছাত্রদলের সভাপতি ইকবাল হোসেন।

প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা ও সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ।

দর্শনার পৌর প্রশাসকের পদোন্নতিতে ফুলেল শুভেচ্ছা

দর্শনা পৌর প্রশাসক মো. শাহিন আলম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১-এর বিধি ৫(বি) অনুযায়ী সিনিয়র স্কেল (সিনিয়র সহকারী সচিব) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

পদোন্নতি উপলক্ষে গতকাল রবিবার বিকাল ৪টায় মেয়রের কার্যালয়ে পৌর কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে আরিফিন হোসেনের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, আমার চাকরিজীবনের শুরুতে এ দায়িত্ব অনেক বড় বোঝা মনে হতো। কিন্তু কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম, এটি মানুষের সেবা করার অন্যতম বড় মাধ্যম। খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় এবং সামান্য সহযোগিতায় মানুষকে খুশি করা সম্ভব। আমারও মানুষের সেবা করার ইচ্ছা ছিল, আর সেই সুযোগ আপনারাই করে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা না করতেন, তাহলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। যতটুকু পৌরবাসীকে সেবা দিতে পেরেছি, তার চেয়ে আমি আরও বেশি ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছি। জানি না কতদিন

আপনাদের পাশে থাকতে পারব, তবে যতদিন আছি, আপনাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান সহকারী শাহ আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী গোলাম কিবরিয়া ও শফিকুল ইসলাম এবং টিকাদান সুপারভাইজার আ. মজিদ।

এ সময় পৌরসভার অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা, অটোচালকের গাড়ি উধাও

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় দিনের বেলায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা করে একটি অটোগাড়ি নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রতারণার শিকার ব্যক্তি জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে আব্বাস উদ্দিন (৩৮)। খবর পেয়ে ঘটনার পর দর্শনা থানার এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অটোচালক আব্বাস উদ্দিন জানান, শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে তিনি জীবননগর পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইজিবাইক নিয়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিজেকে জীবননগর থানা পুলিশের এসআই পরিচয় দেন। তিনি জানান, তার পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে দর্শনায় নিতে হবে এবং ৪০০ টাকায় অটোটি রিজার্ভ ভাড়া করেন।

দুপুর ১২টার দিকে তারা দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের নুর ইসলামের বাড়ির সামনে পৌঁছান। সেখানে আগে থেকেই আরেকজন ব্যক্তি পুলিশের ড্রাইভার পরিচয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এসে বলেন, “স্যার, আপনার গাড়ির এক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন গুরুতর আহত।”

এ কথা শুনে কথিত এসআই দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলে শ্যামপুর বিজিবি মোড় পার হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে জোরে কথা বলেন এবং জানান, আহত ব্যক্তি মারা গেছেন। এরপর তিনি আব্বাস উদ্দিনকে বলেন, “আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে আমার ড্রাইভারকে নিয়ে আসেন।”

আব্বাস উদ্দিন অটো নিয়ে যেতে চাইলে তাকে বলা হয়, “গাড়ি এখানে থাক, আপনি ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে আসেন।” পরে তিনি নুর ইসলামের বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে এসে দেখেন, তার অটোগাড়িটি নেই।

ঘটনার পর তিনি দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, “ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। দ্রুতই আসামিদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, “শ্যামপুর এলাকা থেকে প্রতারণার মাধ্যমে একটি অটো নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রতারকদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে বোনের সংবাদ সম্মেলন

দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল ও দোকানের মালামাল লুটের অভিযোগে দুই বোন সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা কলেজপাড়ার মৃত দীন মোহাম্মদের মেয়ে মমতাজ বেগম বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, “আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমার ওপর সংঘটিত অন্যায়, নির্যাতন, সম্পত্তি দখল ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। আমি ও আমার ভাইয়েরা

দক্ষিণচাদপুর মৌজার ৩৯৭ নম্বর খতিয়ানের ৫৫৮০ নম্বর দাগে অবস্থিত পৈত্রিক জমির বৈধ ওয়ারিশ। প্রায় এক বছর আগে ওয়ারিশদের সম্মতিতে সেনাক্যাম্পে একটি বৈঠকের মাধ্যমে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে জমির অবস্থান ও হিস্যা নির্ধারণ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ও আমার ভাই মিজানুর রহমান আমাদের প্রাপ্য অংশে একটি পাকা দোকান নির্মাণ করি। নির্মাণকালে কোনো পক্ষ থেকেই আপত্তি তোলা হয়নি।”

তিনি আরও বলেন, “দোকান নির্মাণ শেষ হওয়ার পর আমার আপন দুই ভাই মোঃ সাজেদুর রহমান বাবু ও মোঃ সাইফুর রহমান রোকন জোরপূর্বক দোকানের দখল নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। এ বিষয়ে আমি আদালতে মামলা দায়ের করি। পরে বিষয়টি সামাজিকভাবে মীমাংসার লক্ষ্যে দর্শনা থানায় একটি সালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমাকে অশালীন আচরণের শিকার হতে হয় এবং একপর্যায়ে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করা হয়, যা উপস্থিত লোকজন প্রতিহত করে।”

মমতাজ বেগম অভিযোগ করে বলেন, “আমি নতুন ব্যবসা শুরু করার উদ্দেশ্যে আমার দোকানে প্রায় ১০ লাখ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য মজুদ করি। কিন্তু গত ২২ মার্চ ২০২৬ তারিখ ভোরে অভিযুক্তরা আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দোকানের তালা ভেঙে সব মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এবং দোকানে নতুন তালা লাগিয়ে দেয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ ঘটনার পেছনে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কু-পরামর্শ ও প্ররোচনা রয়েছে।”

দর্শনায় ১৪ ঘণ্টা লাইনে থেকেও পেট্রোল মেলেনি, বাইকারদের ক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পেট্রোল সংকটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। টানা ১৪ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। এতে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ভুক্তভোগী বাইকারদের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ৮টা থেকে তারা মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাম্প কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরু হবে। সেই আশায় রাতভর অপেক্ষা করেন শতাধিক বাইকার। তবে নির্ধারিত সময় পার হয়ে সকাল ৯টা বাজলেও সরবরাহ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

শরিফুল নামের এক বাইকার বলেন, প্রায় ১৩-১৪ ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, এখনো পেট্রোল পাইনি। আমরা কি শুধু লাইনে দাঁড়িয়েই থাকব, নাকি আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই?

আরেক বাইকার আমির হোসেন বলেন,শুক্রবার রাত থেকেই অপেক্ষা করছি। বলা হয়েছিল সকালে তেল দেওয়া হবে। এখন সকাল ৯টা, তবুও কোনো কার্যক্রম নেই। এটি চরম অব্যবস্থাপনা।

সোবাহান নামের একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সময়মতো তেল দিতে না পারলে আগে জানানো উচিত ছিল। এই হয়রানির জন্য পাম্প কর্তৃপক্ষই দায়ী।

এদিকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষুব্ধ বাইকাররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং দ্রুত জ্বালানি সরবরাহের দাবি জানান। এতে কিছু সময়ের জন্য স্টেশন এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে।

পরে সকাল ১০টা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতি মোটরসাইকেলে ৩০০ টাকার জ্বালানি সরবরাহ শুরু হয়।

অভিযোগের বিষয়ে মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরুর পরিকল্পনা ছিল। তবে শুক্রবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

তারা আরও জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে এবং দ্রুত পেট্রোল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।

স্থানীয়দের দাবি, জ্বালানি সরবরাহে এমন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা নতুন নয়। বারবার ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কার্যকর নজরদারি ও দ্রুত পদক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে না বলে মনে করছেন তারা।

ভুক্তভোগী বাইকাররা দ্রুত সমস্যার সমাধান, সঠিক তথ্য প্রদান এবং

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দর্শনায় দুই তেল পাম্পে পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে আপন তিন ভাই সাদ্দাম হোসেন (৩০), শহিদুল ইসলাম (৪০) ও সিরাজুল ইসলাম (৩৫); দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫); তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩); দর্শনা মোহাম্মদপুরের আবু বক্কারের ছেলে মনির (২৪); বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরি গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০); এবং আজমপুর গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে সুজন (২২)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিল। তাদের শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।